৬৫৬
সং নং

বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা

শুক্রবার ‖ ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ‖ ২৭ তম সংখ্যা

চট্টগ্রাম শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন

মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ শাসন ব্যবস্থা চালু

মুক্তিবাহিনী গত বুধবার চট্টগ্রাম শহরের অদূরে অবস্থিত বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটী সম্পূর্নরূপে উড়িয়ে দেওয়ায় সমগ্র চট্টগ্রাম শহর ও আশেপাশের এলাকাগুলো আজ পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনী কোন বিদেশী কোম্পানীর সমুদ্রগামী আরেকটি জাহাজও চট্টগ্রাম বন্দরে সম্পূর্ন রূপে ডুবিয়ে দিয়েছেন। উপর্য্যপুরি বেশ কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার ফলে কয়েকটি বিদেশী জাহাজ কোম্পানী আপাততঃ চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে যাবেনা বলে ঘোষনা করেছে।

মুজিবনগর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে ময়মনসিং ও রংপুরের প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল মুক্ত এলাকায় এখন বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা পূর্নভাবে চালু করা হয়েছে। এই সব এলাকার থানা ও সার্কেল অফিস সমূহ বাংলাদেশ সরকারেরই

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী 'রাজাকার' বৃন্দ

রবিবার বেলা ২টায় হাইডপার্কে জনসভা

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাস পূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা ২টায় হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্নারে এক বিরাট জনসভায় আয়োজন করা হয়েছে।

এই সভায় বক্তৃতা করবেন মুক্তি আন্দোলনের সর্ব দলীয় উপদেষ্টা কমিটির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা, বাংলাদেশ সরকারের ভ্রাম্যমান দূত ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুস সামাদ এম. এন. এ.।

বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির সহযোগীতায় বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই সভার আয়োজন করেছেন। প্রবাসী বাংগালী ভাইবোনদের উক্ত সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করবেন বিচারপতি চৌধুরী

জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে যোগদানের জন্য এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ ডেলিগেশন নিউইয়র্ক যাত্রা করেছেন। এই ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করবেন বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে গতকাল নিউ-ইয়র্কের পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

এই ডেলিগেশন বাংলাদেশ সরকারের আশু স্বীকৃতি ও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বর্বরতার শিকার বাংলাদেশের অগনিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতি বিশ্বের ১২৬টি দেশের প্রতিনিধিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষন করার গুরু দায়িত্ব পালন করবেন।

বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা

শুক্রবার ‖ ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান

— বৃটিশ লিবারেল পার্টি

স্কারবরোতে অনুষ্ঠিত বৃটিশ লিবারেল পার্টির বার্ষিক অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে বাংলাদেশের ব্যাপারে আরও তৎপর হওয়ার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, আগামী ৬০ দিনের মধ্যে শেখ মুজিবকে মুক্তি এবং বাংলাদেশ থেকে সৈন্য অপসারন না করা হলে বৃটিশ সরকার যেন কমনওয়েলথ দেশ সমূহের এক জরুরী বৈঠক ডেকে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বাংলাদেশ স্টীয়ারিং কমিটির অনুরোধে, প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রচার কাজ করার গুরুদায়িত্ব পালন করেন জনাব জাকারিয়া চৌধুরী, জনাব সুলতান শরীফ ও মিস সুরাইয়া খানম।

চট্টগ্রাম শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশে সম্পূর্ন কাজ কর্ম চালাচ্ছেন। স্থানীয় জনসাধারন প্রতিদিন পাটের উপর এক টাকা করে বাংলাদেশ সরকারকে শুল্ক কর নিয়মিত ভাবে দিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিবাহিনী শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। সিলেটের করিমগঞ্জে সীমান্তের কাছে সারাপার গ্রামে শত্রু সৈন্যের সংগে মুক্তিবাহিনীর এক প্রচন্ড লড়াইয়ের পর ৩৫০ জন শত্রু সৈন্য নিহত হয়। কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় গত চার দিনে মুক্তিবাহিনী রাজাকার সহ প্রায় ২০০ শত্রুসৈন্য হত্যা করেছে।

শেষ সংবাদ

এই পত্রিকার লিখবার সময় পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলা সদর দফতর "কোর্ট হিল" মুক্তিবাহিনী এক প্রচন্ড বিস্ফোরন ঘটায় এবং দুই জন শত্রুসৈন্য ও বেশ কিছু সংখ্যক রাজাকার নিহত ও আহত হয়।

বাঙ্গালী কূটনীতিকরা গোলামীর মোহ ত্যাগ করুন

বিদেশে গোলামীরত বাংলাদেশের যে সব কূটনীতিক এখনও বর্বর এহিয়া ও রক্তলোলুপ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার 'আরাম আয়াসের মোহ' কাটিয়ে উঠতে পারেনি- তাদের উদ্দেশ্যে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক নির্দেশনামা জারি করেছেন।

এই নির্দেশে বলা হয়েছে যে আগামী ৩০ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে সমস্ত কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানাতে না-পারবে তাদেরকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করা হবে।

এই নির্দেশ ইতিমধ্যে লন্ডন, ওয়াশিংটন সহ বিশ্বের সর্বত্র পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

জনসভা না সৈন্যসভা!

এহিয়ার পদলোহনকারী বিশ্বাসঘাতক (দাঁতের ডাক্তার) মালিক ঢাক ঢোল পিটিয়ে তার নিজস্ব গ্রাম চুয়াডাঙ্গায় এক জনসভার আয়োজন করে। কোন শ্রোতা উপস্থিত না-হওয়ায় প্রায় ৫০০ শত্রুসৈন্য আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং সংগীনের মুখে সর্বমোট ৫০ জন লোক নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। অতঃ পর ষ্টেজিয়ামের সভা বাতিল করে ৫০০ জন সশস্ত্র শত্রুসৈন্যের প্রহরায় নিজ বাড়ীর প্রাংগনে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে।

বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির জন সংযোগ বিভাগ কর্তৃক ১১ নং গোরিং ষ্ট্রীট লন্ডন থেকে প্রকাশিত